তারিখ ... 21 APR 2017
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৩

সংবাদ

সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়মের মধ্যে রাখতে চায় : শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিনিধি, সিলেট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়, নিয়মের মধ্যে রাখতে চায়। তন্মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া। আমরা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চাপ দিচ্ছি, সময় বেঁধে দিচ্ছি। ইতোমধ্যেই ২৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু করেছে। বাকিগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হলে শর্ত মেনে চলতে হবে। শর্ত পূরণ না করে কেউ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে পারবে না।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট সদর উপজেলার বটেশ্বরে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। সেখানেই ৮ একর জমির ওপর গড়ে উঠছে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির অত্যাধুনিক স্থায়ী ক্যাম্পাস।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য স্থায়ী ক্যাম্পাসের জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি আমরা। আমি আনন্দিত, আমাদের নির্ধারিত জমির চেয়ে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি প্রায় দ্বিগুণ বেশি জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস করছে। এ ক্যাম্পাসের কাজ যে গতিতে চলছে, দ্রুত তা শেষ হবে বলে আমি আশাবাদী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ধনী লোকেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে একসময় মুনাফা করেছে, সার্টিফিকেট বিক্রি করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সেই ধারা বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার চায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন মান ও আস্থার দিক থেকে উন্নত পর্যায়ের হয়। এজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়মের মধ্যে আনতে আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি। দুই বছর তাদের পেছনে ঘুরেছি। তাদেরকে চাপ দেয়ায় আমার ওপর অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু পরে তারাই আমাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরী বলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি চালুর সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, শিক্ষাকে পণ্য করব না, শিক্ষা বেঁচে নিজেদের উন্নতি করব না। আমরা আমাদের কথা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট নয়, জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পড়াশোনা করেই ডিগ্রি অর্জন করে নেয়, সেটা নিশ্চিত করেছি আমরা। আমরা দ্রুততার সঙ্গে স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু করতে চাই। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের লালিত যে স্বপ্ন, তা এ স্থায়ী ক্যাম্পাস চালুর মধ্য দিয়ে পূরণ হবে।

ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সালেহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সহকারী প্রক্টর অ্যাডভোকেট মো. আব্বাস উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব মো. সাইফুজ্জামান শিখর, ডিবিসি টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মঞ্জুরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ ফজলুর রব তানভীর। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি কামরুল আহসান ও খাদিমপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আফছর আহমদ।

অনুষ্ঠানে হাতে বেলচা তুলে নিয়ে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কাজের শুভ সূচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. তৌফিক রহমান চৌধুরীসহ অন্যরা। এর আগে জাতীয় পতাকা ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির পতাকা উত্তোলন করেন তারা।